মুখবন্ধ

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে খেলাধুলা পরিচালনা হতো ইপিএসএফ (ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন) ডিসিএস (ঢাকা স্টেডিয়াম কমিটি) এবং এনএসটিসিসি (ন্যাশনাল স্পোর্টস ট্রেনিং এন্ড কোচিং সেন্টার) এই তিন সংস্থার মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর খেলাধুলাকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় এক সার্কুলার জারীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেএনএস (বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা) গঠন করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে খেলাধুলায় প্রাণ ফিরিয়ে আনা, বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে ফেডারেশন গঠন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় সহ খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টিই ছিল এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রীকরণের উদ্দেশ্য।

পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের ৩০ জুলাই মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল এ্যাক্ট পাশ হয়। বিকেএনএস এর নাম পরিবর্তন করে তার স্থলে বিএসসি (বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ এ্যাক্ট সংশোধন করে গঠন করা হয় এনএসসিবি (ন্যাশনাল স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড) গঠন করা হয়। এর বলে ১৯৭৬-১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশের ক্রীড়া প্রশাসক প্রতিষ্ঠানটি চলে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড হিসেবে। পুনরায় ১৯৮৯ সালে এ্যাক্ট সংশোধন করে মহান জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়। যাহা ১৯৯১ সালে গেজেট এর মাধ্যমে সরকার এনএসসিবি নাম পরিবর্তন করে এনএসসি (ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল) গঠন করেন।

উল্লেখ্য যে, মূলত এনএসসিবি (ন্যাশনাল স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড) স্থানীয় পর্যায়ে খেলাধুলার আরও বেশী প্রসার ও মান উন্নয়নের বিষয় অনুধাবন করে ২২-৮-১৯৭৭ তারিখে একটি আদর্শ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। যা ২৭-১২-১৯৮৪ সালের পরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়। যার নামকরণ করা হয় স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র। পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে বাস্তবতার নিরীখে এই গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে ১৫তম সাধারণ পরিষদ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়। যা ১৯-১১-২০০০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম সাধারণ পরিষদ সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

বর্তমান বিশ্বে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দেরকে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞান সম্মত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে ২৪-০১-২০১২ইং তারিখে ২০তম সাধারণ পরিষদ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটি গঠন করা হয়। ২৯-০৫-২০১৪ইং তারিখে ২১তম সাধারণ পরিষদ সভায় তা যুগোপযোগী বিজ্ঞান সম্মত করে অধিকতর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করে তা অনুমোদন করা হয়।

সর্বশেষ সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুসরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খেলার মান উন্নয়নের পাশাপাশি এর ব্যাপকতা এবং সম্পৃক্ততা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে।

শিবনাথ রায়-যুগ্মসচিব
সচিব
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ-১	ঃ	শিরোনাম ও পরিধি	পাতা-২৯
অনুচ্ছেদ-২	ঃ	সংজ্ঞা	পাতা-২৯
অনুচ্ছেদ-৩	ঃ	প্রতীক ও পতাকা	পাতা-৩০
অনুচ্ছেদ-৪	ঃ	প্রধান কার্যালয়	পাতা-৩০
অনুচ্ছেদ-৫	ঃ	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	পাতা-৩০
অনুচ্ছেদ-৬	ঃ	দায়িত্ব ও কার্যক্রম	পাতা-৩০
অনুচ্ছেদ-৭	ঃ	সাধারণ পরিষদ	পাতা-৩১
অনুচ্ছেদ-৮	ঃ	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম	পাতা-৩২
অনুচ্ছেদ-৯	ঃ	সাধারণ পরিষদের সভা	পাতা-৩৩
অনুচ্ছেদ-১০	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদ	পাতা-৩৪
অনুচ্ছেদ-১১	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী	পাতা-৩৪
অনুচ্ছেদ-১২	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নিয়মাবলী	পাতা-৩৫
অনুচ্ছেদ-১৩	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	পাতা-৩৫
অনুচ্ছেদ-১৪	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যহতি ও অপসারণ	পাতা-৩৬
অনুচ্ছেদ-১৫	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ	পাতা-৩৬
অনুচ্ছেদ-১৬	ঃ	আর্থিক বৎসর	পাতা-৩৬
অনুচ্ছেদ-১৭	ঃ	তহবিল গঠন	পাতা-৩৭
অনুচ্ছেদ-১৮	ঃ	তহবিল পরিচালনা	পাতা-৩৭
অনুচ্ছেদ-১৯	ঃ	খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন	পাতা-৩৭
অনুচ্ছেদ-২০	ঃ	উপ-বিধি প্রণয়ন	পাতা-৩৭
অনুচ্ছেদ-২১	ঃ	নির্বাচন প্রক্রিয়া	পাতা-৩৭
অনুচ্ছেদ-২২	ঃ	পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষন	পাতা-৩৮
অনুচ্ছেদ-২৩	ঃ	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা	পাতা-৩৮
অনুচ্ছেদ-২৪	ঃ	অন্তর্ভূক্তি	পাতা-৩৯
অনুচ্ছেদ-২৫	ঃ	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	পাতা-৩৯
অনুচ্ছেদ-২৬	ঃ	রহিতকরণ ও হেফাজত	পাতা-৩৯

অনুচ্ছেদ-১ ঃ শিরোনাম ও পরিধি

১.১ এই গঠনতন্ত্র (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার (২০১৪ সালে সংশোধিত) গঠনতন্ত্র নামে অভিহিত হইবে।

১.২ এই সংস্থার নাম হইবে (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা। ইংরেজীতে Divisional Sports Association সংক্ষেপে (Div.SA).

১.৩ "বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সীমানা" বলিতে প্রশাসনিক বিভাগের সীমানা বুঝাইবে।

১.৪ সমগ্র বিভাগের খেলার সার্বিক কার্যক্রম এই বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন ও সম্পূর্ণ এখতিয়ারে থাকিবে।

১.৫ এই গঠনতন্ত্র বাংলা ভাষায় প্রণীত হইবে।

অনুচ্ছেদ - ২ ঃ সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই গঠনতন্ত্রের নিম্নোক্ত শব্দগুলির মাধ্যমে পার্শ্বে বর্ণিত বিষয়াদি বুঝাইবে।

২.১	সংস্থা	ঃ	"সংস্থা" বলিতে (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা বুঝাইবে।
২.২	গঠনতন্ত্র	ঃ	"গঠনতন্ত্র" বলিতে (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।
২.৩	বিভাগ	ঃ	"বিভাগ" বলিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ বুঝাইবে।
২.৪	খেলা	ঃ	"খেলা" বলিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত/স্বীকৃত সকল খেলা বুঝাইবে।
২.৫	সাধারণ পরিষদ	ঃ	"সাধারণ পরিষদ" বলিতে (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ বুঝাইবে।
২.৬	কার্যনির্বাহী পরিষদ	ঃ	"কার্যনির্বাহী পরিষদ" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বুঝাইবে।
২.৭	কমিটি	ঃ	"কমিটি" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক গঠিত বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি বুঝাইবে।
২.৮	সভাপতি	ঃ	"সভাপতি" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বুঝাইবে।
২.৯	সহ-সভাপতি	ঃ	"সহ-সভাপতি" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি বুঝাইবে।
২.১০	সাধারণ সম্পাদক	ঃ	"সাধারণ সম্পাদক" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১১	অতিরিক্ত-সাধারণ সম্পাদক	ঃ	"অতিরিক্ত-সাধারণ সম্পাদক" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১২	যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ	"যুগ্ম-সম্পাদক" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক বুঝাইবে।

২.১৩ কোষাধ্যক্ষ ঃ "কোষাধ্যক্ষ" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ বুঝাইবে।

২.১৪ নির্বাহী সদস্য ঃ "নির্বাহী সদস্য" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য বুঝাইবে।

২.১৫ অঙ্গ সংগঠন ঃ "অঙ্গ সংগঠন" বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর সহিত সরাসরি সংযুক্ত সংস্থা বুঝাইবে।

২.১৬ কাউন্সিলর ঃ "কাউন্সিলর" বলিতে সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ - ৩ ঃ প্রতীক ও পতাকা

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে বিভাগের একটি নিজস্ব প্রতীক (লোগো) ও পতাকা থাকিবে। যাহাতে বিভাগের নামসহ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা লেখা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ - ৪ ঃ প্রধান কার্যালয়

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সদর দপ্তর বিভাগীয় সদরে অবস্থিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার উদ্দেশ্য হইল সমগ্র বিভাগব্যাপী সকল প্রকার খেলার আয়োজন/প্রচার/প্রসার/সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন করা। যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে খেলাধুলার মাধ্যমে শারিরীক ও মানসিক বিকাশে যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করে মেধাবী ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা। একটি সুস্থ্য ও সবল জাতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে শরীরচর্চার প্রতি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ দায়িত্ব ও কার্যক্রম

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে -

৬.১ বিভাগব্যাপী খেলাধূলার পরিকল্পনা, আয়োজন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মানোন্নয়ন, প্রসার এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন করা।

৬.২ বিভাগীয় পর্যায়ে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি, বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৬.৩ বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি বৎসর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত খেলাসমূহের মধ্যে অন্ততঃ দলগত খেলা ৫ (পাঁচ)টি এবং একক খেলা ৩ (তিন)টি খেলার আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৬.৪ বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খেলা পরিচালনার জন্য দক্ষ সংগঠক/প্রশিক্ষক/আম্পায়ার/রেফারী/জাজ/জুরী ইত্যাদি সৃষ্টি করা।

৬.৫ জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় দলের প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৬ জাতীয় ফেডারেশন/এ্যাসোসিয়েশনের তত্বাবধানে জাতীয়/আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।

৬.৭ অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের অথবা তাহাদের পরিবারকে সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে কল্যাণের ব্যবস্থা করা।

৬.৮ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার এ্যাফিলিয়েটেড প্রতিষ্ঠানকে খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৬.৯ ক্রীড়া সংক্রান্ত বই, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

৬.১০ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা।

৬.১১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহিত সংযুক্ত সংস্থা সমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা।

৬.১২ বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কার্যক্রম ও খেলাধূলার আয়োজনে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দান ও তত্ত্বাবধান করা।

৬.১৩ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী অর্জনে/সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ক্রীড়ানীতির নির্দেশাবলী এবং জাতীয় ফেডারেশনসমূহ হইতে জারীকৃত নির্দেশাবলী পালন করা।

৬.১৪ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও খেলার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্যে নিজ উদ্যোগে যে কোন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৬.১৫ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করা।

৬.১৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.১৭ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা সর্বস্তরের সর্বোচ্চমানের সততা, স্বচ্ছতা, সুস্থ ও দায়িত্বশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সর্বোন্নত আইনের অনুশাসন প্রবর্তন, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সাধারণ পরিষদঃ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে।

সাধারণ পরিষদ গঠন

৭.১ বিভাগীয় কমিশনার।

৭.২ উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি)।

৭.৩ মহানগর পুলিশ কমিশনার।

৭.৪ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)।

৭.৫ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (সর্বশেষ নির্বাচিত)।

৭.৬ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে) ।

৭.৭ অন্তর্ভূক্তিকৃত জেলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে ৩ (তিন) জন করিয়া প্রতিনিধি। যাহাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার ১ (এক) জন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ (যিনি জাতীয়/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রাপ্ত/জাতীয় দল/জাতীয় পর্যায় /জেলা দলের খেলোয়াড় অথবা জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত কোন খেলায় অন্ততঃ ৩ (তিন) বৎসর অংশগ্রহণ করিয়াছেন)। ২ (দুই) জন ক্রীড়া সংগঠক (যিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্ততঃ ৮ (আট) বৎসর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন; দালিলিক প্রমাণ সাপেক্ষে)। সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থা কার্যনির্বাহী পরিষদ উক্ত ৩ (তিন) জনকে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

৭.৮ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিভাগীয় উপ-পরিচালক।

৭.৯ বিভাগে অবস্থিত প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)।

৭.১০ বিভাগে অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৭.১১ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি ।

৭.১২ সেনাবাহিনী ১ (এক) জন প্রতিনিধি (বিভাগে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)।

৭.১৩ বিমান বাহিনী ১ (এক) জন প্রতিনিধি (বিভাগে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)।

৭.১৪ নৌ বাহিনীর ১ (এক) জন প্রতিনিধি (বিভাগে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)।
ঢাকা বিভাগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদর দপ্তর কর্তৃক মনোনীত।

৭.১৫ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার ২ (দুই) জন সাধারণ সম্পাদক (সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে হইবে)।

৭.১৬ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনধিক ৭ (সাত) জন প্রতিনিধি। যাহাদের মধ্যে ৩ (তিন) জন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ (যিনি জাতীয়/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রাপ্ত/জাতীয় দল/বিভাগীয় দল/জেলা দলের খেলোয়াড় অথবা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা/জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত কোন খেলায় অন্ততঃ ৩(তিন) বৎসর অংশগ্রহণ করিয়াছেন)। ৪ (চার) জন ক্রীড়া সংগঠক (যিনি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা/জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদে অন্ততঃ ৮ (আট) বৎসর সদস্য ছিলেন; দালিলিক প্রমাণ সাপেক্ষে)।

৭.১৭ এক ব্যক্তি সমগ্র বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি বিভাগেই সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন। একই ব্যক্তি একই সাথে একাধিক বিভাগের সদস্য হইলে তাহার সকল বিভাগের সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭.১৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন সংস্থার কেহ সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্য হইবেন না।

অনুচ্ছেদ - ৮ ঃ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম

সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে –

৮.১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যাহা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক না হয়।

৮.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন।

৮.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

৮.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

৮.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষের বার্ষিক বাজেট ও সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।

৮.৬ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

অনুচ্ছেদ - ৯ ঃ সাধারণ পরিষদের সভা।

৯.১ **বার্ষিক সাধারণ সভাঃ** প্রতি অর্থবৎসর সমাপ্তির অন্যুন ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভার নির্ধারিত তারিখের ন্যুনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সকল সদস্যকে ডাক, কুরিয়ারের মাধ্যমে সভার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে। ডাক, কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তির সহিত সভার আলোচ্যসূচী ভিত্তিক কার্যপত্র প্রেরণ করতিে হইবে। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি যৌক্তিক কারণ ব্যতিত ৯০ (নব্বই) দিনের বেশী সময় অতিবাহিত হয় সে ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতেই বিষয়টি সভাকে অবহিত করিতে হইবে।

৯.২ **আলোচ্যসূচী ঃ**

বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচীতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে ঃ

(ক) পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(ঘ) অর্থবৎসরের বাজেট ও সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(ঙ) সভাপতি অথবা সাধারণ পরিষদের কোন সদস্যের উত্থাপিত যে কোন জরুরী বিষয় নিস্পত্তি।

৯.৩ **তলবী সভাঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশের লিখিত অনুরোধে সভাপতি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এক সপ্তাহের নোটিশে তলবী সভা আহবান করিবেন। সভাপতি তাহা না করিলে নোটিশ প্রদানকারী সদস্যদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভায় যে কোন সদস্যকে সভা আহবানের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে। এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত সদস্য নোটিশ জারীর মাধ্যমে তলবী সভা আহবান করিবেন।

৯.৪ **সাধারণ পরিষদের মেয়াদকালঃ** সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল ৪ (চার) বৎসর হইবে।

৯.৫ **সাধারণ পরিষদে কাউন্সিলর মনোনয়নঃ** পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৭ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত প্রতিনিধির তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে। পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কোন প্রতিনিধির নাম পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে উল্লেখ্য যে, কোন প্রতিনিধি পদত্যাগ করিলে, স্থায়ীভাবে প্রবাসী হইলে, দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে চলাচলের অযোগ্য হইলে বা মৃতুজনিত কারণেই কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির নাম পরিবর্তন করার আবেদন জানাইতে পারিবে যাহা কার্যনির্বাহী/সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৯.৬ **কোরামঃ** বার্ষিক সাধারণ সভা তলবী সভার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোন সভায় যদি কোরাম না হয় তাহা হইলে মূলতবী সভাটি পরবর্তী কার্যদিবসে একই সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। যদি কোন কারণে মূলতবী সভার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সভা মূলতবী করিবার পূর্বেই উপস্থিত সকল সদস্যগণকে অবহিত করিতে হইবে। মূলতবী সভার ক্ষেত্রে লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

অনুচ্ছেদ -১০ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ

গঠন প্রণালীঃ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ

সভাপতি	ঃ বিভাগীয় কমিশনার (পদাধিকারবলে)।
সহ-সভাপতি	ঃ উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) (পদাধিকারবলে)।
	ঃ মহানগর পুলিশ কমিশনার (পদাধিকারবলে)।
	ঃ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)
	ঃ ৩ (তিন) জন (নির্বাচিত)।
সাধারণ সম্পাদক	ঃ ১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
অতিরক্ত-সাধারণ সম্পাদক	ঃ ১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ ২ (দুই) জন (নির্বাচিত)।
কোষাধ্যক্ষ	ঃ ১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
নির্বাহী সদস্য	ঃ ৭ (সাত) জন (নির্বাচিত)।
	ঃ ২ (দুই) জন মহিলা (সংরক্ষিত) (নির্বাচিত)।
	ঃ বিভাগের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে)।
	ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিভাগীয় উপ-পরিচালক (পদাধিকারবলে)। কিন্তু তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

অনুচ্ছেদ-১১ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী

১১.১ বিভাগীয় পর্যায়ে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি, বিচার ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা। খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করা।

১১.২ সংস্থার সকল স্থায়ী/অস্থায়ী কমিটি; উপ-কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন করা, কার্য পরিধি প্রণয়ন করা এবং কমিটির বাজেট অনুমোদন করা।

১১.৩ সংস্থার প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্ততঃ ১ (এক) বার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করা।

১১.৪ সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা।

১১.৫ সংস্থার বার্ষিক বাজেট ও সম্পূরক বাজেট প্রণয়ন করা।

১১.৬ সংস্থার বাজেট এর অতিরিক্ত ব্যয় আলোচনাক্রমে অনুমোদন করা।

১১.৭ সংস্থার বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিতোষিক অনুমোদন।

১১.৮ বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি বৎসর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত খেলাসমূহের মধ্যে অন্ততঃ দলগত খেলা ৫ (পাঁচ)টি এবং একক খেলা ৩ (তিন)টি খেলার আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

১১.৯ সংস্থার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং তাদের জন্য (পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন) সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন এবং শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১.১০ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শুন্য হইলে উক্ত পদ পূরণের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক উপ-নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করা।

১১.১১ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ আয়-ব্যয় হিসাব নিয়ন্ত্রণ করা।

১১.১২ সকল জাতীয় ফেডারেশন/এ্যাসোসিয়েশনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রদান করা।

অনুচ্ছেদ - ১২ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নিয়মাবলী

১২.১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ৩ (তিন)দিন এবং জরুরী সভার ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

১২.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

১২.৩ কোরামের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে যে কোন নিয়মিত সভা মূলতবী থাকিলে পরবর্তীতে উহার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে মূলতবী সভার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করাইতে হইবে।

১২.৪ প্রতিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ-এর মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কোন বিয়য়ে সিদ্ধান্তে সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হইলে সভাপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত/কাষ্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

১২.৫ সদস্যদের মতামত ভিত্তিতে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজনবোধে গোপন ব্যালটে করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ - ১৩ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১৩.১ **সভাপতিঃ** তিনি সংস্থার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৩.২ তিনি সাধারণ পরিষদের এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তলবী সভা আহবান করিতে পারিবেন।

১৩.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে, কেহ পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে উক্ত পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সভাপতি উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন। তবে আসন শূন্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অবশ্যই গঠনতন্ত্র মোতাবেক উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২১ এর (৩)(৪)(৫)(৬)(৮)(৯)(১০) উপানুচ্ছেদগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। তবে উল্লেখ্য যে, উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ ভোটাধিকার পাইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবেন।

১৩.৪ **সহ-সভাপতিঃ** সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.৫ **সাধারণ সম্পাদকঃ** সাধারণ সম্পাদক সংস্থার প্রশাসনিক ও নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.৬ সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একটি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিবেন।

১৩.৭ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করিবেন এবং সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

১৩.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি তাহার কাজের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক/যুগ্ম-সম্পাদক এর উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

১৩.৯ অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করিবেন। বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১৩.১০ সাধারণ সম্পাদক সংস্থার জরুরী প্রয়োজনে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন, যাহা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১৩.১১ **অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদকঃ** সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সাধারণ সম্পাদক দেশের বাহিরে গেলে বা অসুস্থ্যতার কারণে ১ (এক) মাসের অধিক দায়িত্ব পালন না করিতে পারিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপদকালীন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.১২ **যুগ্ম-সম্পাদকঃ** সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সমূহ পালন করিবেন।

১৩.১৩ **কোষাধ্যক্ষঃ** তিনি সংস্থার আয় ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং সংস্থার বাজেট/সম্পূরক বাজেট প্রণয়ন ও উপস্থাপন করিবেন।

অনুচ্ছেদ - ১৪ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যহতি ও অপসারণ

১৪.১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কোন সদস্য গ্রহণযোগ্য কোন কারণ না জানাইয়া কার্যনির্বাহী পরিষদের পর পর তিনটি সভায় উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। তাহার জবাব যথোপযুক্ত না হইলে পরবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার সদস্য পদ বাতিল হইবে এবং উক্ত সদস্য তার নির্বাহী পরিষদের পদ হারাইবেন। সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আপীলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৪.২ দূর্নীতি, তহবিল তশরুফ ইত্যাদির কারণে কোন অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক তদন্তপূর্বক দোষী প্রমাণীত হইলে উক্ত সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে। তবে অপসারণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের জন্য কারণ দর্শাইতে হইবে। তাহার জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আপীলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৪.৩ কোন কর্মকর্তা/সদস্য সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ফৌজদারী মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত হইলে কর্মকর্তা/সদস্য পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

১৪.৪ নিম্নোক্ত কারণসমূহের যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষে সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবেঃ (ক) মৃত্যু (খ) পদত্যাগ (গ) শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতা; দালিলিক প্রমাণ সাপেক্ষে (ঘ) দ্বৈত বা ততোধিক নাগরিকত্ব গ্রহণ।

১৪.৫ অনুচ্ছেদ-১৪(১)(২)(৩)(৪) এর কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে ১৩(৩) অনুসরণ পূর্বক উক্ত পদ পুরণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ - ১৫ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর হইবে। চূড়ান্ত সরকারী ফলাফল ঘোষনার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর না করিলে ১৬ (ষোল)তম দিন হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর হইয়াছে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকাল শুরু হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ - ১৬ ঃ আর্থিক বৎসর

১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সংস্থার আর্থিক বৎসর গণনা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ তহবিল গঠন

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার তহবিল গঠনের জন্য ব্যক্তিগত অনুদান গ্রহণ, প্রদর্শনী/প্রতিযোগিতামূলক খেলা আয়োজন এবং অন্যান্য বিধি সম্মত বিনোদন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই তহবিল গঠন করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ তহবিল পরিচালনা

সংস্থার যাবতীয় তহবিল জেলা সদরে অবস্থিত এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে পারিবেন। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যুগ্মস্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে। তাহাদের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি স্বাক্ষর করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ খেলোয়াড়দের রেজিষ্ট্রেশন

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন খেলার খেলোয়াড়দেরকে সংস্থার মাধ্যমেই জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এ্যাসোসিয়েশন/সংস্থা সমূহের বিধি ও উপ-বিধি অনুসারে রেজিষ্ট্রেশন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ - ২০ ঃ উপ-বিধি প্রণয়ন

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এই গঠনতন্ত্রের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোন উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে অত্র গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদের সহিত সাংঘর্ষিক হয় এমন কোন উপ-বিধি প্রণয়ন করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ - ২১ ঃ নির্বাচন প্রক্রিয়া

২১.১ পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে ও নির্বাচনের প্রয়োজনে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আলোচ্যসূচীতে কাউন্সিলর নির্ধারণের বিষয় উল্লেখ করিয়া সভা আহবান করিতে হইবে।

২১.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের কাউন্সিলর নির্ধারণী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৭ মোতাবেক ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানসমূহের কাউন্সিলর মনোনয়নের জন্য ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে প্রতিনিধির নাম আহবান করিবেন। প্রাপ্ত প্রতিনিধির নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন গঠনের সাথে সাথেই নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন। উল্লেখ্য, সাধারণ পরিষদের সদস্যগণই নির্বাচনে ভোটাধিকার ও কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বীতার সুযোগ পাইবেন। সাধারণ পরিষদের সদস্য না হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২১.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে আলোচ্যসূচীতে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিষয় উল্লেখ করিয়া বাধ্যতামূলক সভা আহ্বান করিতে হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে কর্মরত একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিবেন। নির্বাচন কমিশনার একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিয়া নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

২১.৪ নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করিবেন। তফসিলে সর্বনিম্ন ২১ (একুশ) দিন এবং সর্বোচ্চ ৩১ (একত্রিশ) দিন সময়সীমা নির্ধারণ পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন। তবে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা এর আওতামুক্ত থাকিবে।

২১.৫ নির্বাচনে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করিবার বিষয়ে কেহ সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপীল দায়ের করিবেন। প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষেত্রেও ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপীল দায়ের করিবেন। উভয় ক্ষেত্রে জাতীয়

ক্রীড়া পরিষদ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দায়েরকৃত আপীলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবস করে নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবেন।

২১.৬ নির্বাচন কমিশন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন। নির্বাচনের ফলাফলে একই পদে একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সমান হইলে সেই ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে তাহা নিস্পত্তি করিবেন।

২১.৭ নির্বাচন কমিশন সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক ও সদস্যগণের প্রাপ্ত ভোটের ক্রমানুসারে স্থান নির্ধারণপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করিবেন।

২১.৮ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিনই বেসরকারীভাবে ফলাফল প্রকাশ করিবেন এবং বেসরকারী ফলাফল প্রকাশের ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রজ্ঞাপন আকারে সরকারীভাবে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করিতে হইবে।

২১.৯ ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন না হওয় পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার পূর্বতন কার্যনির্বাহী পরিষদই কার্যক্রম পরিচালন করিবে।

২১.১০ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হইবার পর নির্বাচনের সকল বিষয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ - ২২ঃ পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ

২২.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব বা সচিব কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কোন কর্মকর্তা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২২.২ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান অথবা বিভাগে কর্মরত কোন সরকারী/আধা-সরকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা দিয়া হিসাব নিরীক্ষণ করাইবেন এবং নিরীক্ষণ প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবেন। একই সঙ্গে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সহ অন্যান্য সমূদয় আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে দাখিল করিবেন। প্রয়োজনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক বিশেষ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২২.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংস্থার হিসাব নিকাশ সম্মন্ধে পারদর্শী ৩ (তিন) জন সদস্য লইয়া সংস্থার অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি গঠন করিতে হইবে। অডিট রিপোর্ট পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের এবং সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা

২৩.১ এই গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপ-ধারা সংযোজন/সংশোধন/রহিতকরণের এখতিয়ার একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের থাকিবে।

২৩.২ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অসন্তোষজনক কার্যকলাপের অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত কমিটি (পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত) বিষয়টি তদন্ত করিবে। তদন্তে দোষ প্রমাণ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিলপূর্বক তদস্থলে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটির নাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। উক্ত এডহক কমিটিতে পদাধিকার বলে বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এডহক কমিটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যথানিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। উল্লেখ্য যে, এডহক কমিটির কোন সদস্য উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২৩.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কোন বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনী তফসিল বিহীন মেয়াদোত্তীর্ন কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করিয়া তদস্থলে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটির নাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। উক্ত এডহক কমিটিতে পদাধিকার বলে বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এডহক কমিটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যথানিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। উল্লেখ্য যে, এডহক কমিটির কোন সদস্য উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনুচ্ছেদ - ২৪ ঃ অন্তর্ভুক্তি

২৪.১ জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহিত সরাসরি অন্তর্ভুক্তি (এ্যাফিলিয়েটেড) থাকিবে এবং অন্তর্ভূক্তি (এ্যাফিলিয়েটেড) ফি হিসাবে বাৎসরিক ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা ফি ৩০' জুনের মধ্যে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাকে পরিশোধ করিতে হইবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখ পূর্বক বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির অনুমতিক্রমে এ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করিতে পারিবেন।

২৪.২ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা বাংলাদেশের সকল জাতীয় ফেডারেশন ও এসোসিয়েশনের নিয়ম অনুযায়ী অন্তর্ভূক্ত (এ্যাফিলিয়েটেড) হিসাবে গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ - ২৫ ঃ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

২৫.১ অত্র গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা ব্যাখ্যাকল্পে মতানৈক্য দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এই মতানৈক্য নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

২৫.২ অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ের উদ্রেক হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদ পরবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিতে পারিবে। উল্লেখিত বিষয়ে সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ রহিতকরণ ও হেফাজত

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা সম্পর্কে ইতোপূর্বে গৃহীত গঠনতন্ত্র এতদ্বারা রহিত করা হইল। রহিতকরণ সত্বেও পূর্ব গঠনতন্ত্রের আলোকে ইতোপূর্বে গৃহীত কোন ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বৈধতা ক্ষুন্ন হবে না।

এ্যাফিলিয়েশন আবেদন ফরমের নমুনা

বরাবর
সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
..... উপজেলা/জেলা ক্রীড়া সংস্থা
.....

বিষয়ঃ এ্যাফিলিয়েশন পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,
.....উপজেলা/জেলা ক্রীড়া সংস্থায় এ্যাফিলিয়েশন প্রদান করতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

ব্যাংক হিসাব নম্বর ঃ

সংযুক্তি ঃ

গঠনতন্ত্র/নীতিমালা, সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সিদ্ধান্ত

স্বাক্ষর
সাধারণ সম্পাদক
নাম
ঠিকানা
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর

স্বাক্ষর
সভাপতি
নাম
ঠিকানা
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর

স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার

গঠনতন্ত্র

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
www.nsc.gov.bd